দুরন্ত বার্তা
DURANTA BARTA

রণতুঙ্গার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি অভিযোগ

ইন্টারনেট সংস্করণ https://www.durantabarta.co.in

● ৮ পাতায়

১ https://www.durantabarta.in কলকাতা Volume No. 23, Issue No.: 311 Thursday, 11 October, 2018 ✱ ২৩ বর্ষ, ৩১১ সংখ্যা ✱ ২৪ আশ্বিন, ১৪২৫, বৃহস্পতিবার, ১১ অক্টোবর, ২০১৮ ✱ আজ ০৮ পাতা ✱ মূল্য– ২ টাকা

পুজোয় সরকারি অনুদানে হস্তক্ষেপ করবে না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ পুজোয় সরকারি অনুদানে এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করবে না বলে বুধবার সাফ জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের প্রায় ২৮ হাজার পুজো কমিটিকে ২৮ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনগণের করের টাকা এ ভাবে অনুদান হিসাবে দেওয়া যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু বুধবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত এবং বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ক্লাবকে পুজো অনুদানের বিষয়টি আদালত গ্রাহ্য নয়। ওই জনস্বার্থ মামলার আবেদনকারীদের বক্তব্য ছিল, দুর্গাপুজোয় বিশেষ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অনুদান দিলে তা দেশের সংবিধানকে আঘাত করে। কারণ, বিশেষ কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে এমন অনুদান দিয়ে উৎসাহিত করা সংবিধানবিরোধী। কিন্তু এ দিন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত এবং বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, আইনসভার সিদ্ধান্তে আদালত নাক গলাবে না। ওই বিষয়টি দেখার জন্য পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি রয়েছে। যদি কোনও সমস্যা থেকে থাকে, সেই বিষয়টি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি দেখবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। সরকারি ওই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জনস্বার্থ মামলার আবেদন জমা পড়ার পর গত ৫ অক্টোবর হাইকোর্ট তার উপর স্থগিতাদেশ দেয়। তার মেয়াদ ছিল গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত। কিন্তু ওই দিন রাজ্যের ২৮ হাজার পুজো কমিটির প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা সরকারি অনুদান দেওয়ার ওপরে সেই স্থগিতাদেশের মেয়াদ কাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারের জন্য আদালত শেষ পর্যন্ত মামলাটি গ্রহণ করবে কি না, এদিন সেই রায় ঘোষণার কথা ছিল। কিন্তু শুনানি শেষে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয় ক্লাবকে পুজো অনুদানের বিষয়টি আদালতের দেখার বিষয় নয়। হাইকোর্টের মতে, টাকা জনগণের হলেও রাষ্ট্র কোনও সিদ্ধান্ত নিলে, সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যেককে মানতে হবে। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে

প্রশ্ন তোলা হলে, রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসাধারণের বিশ্বাসের সম্পর্কে ছেদ পড়ে। তা হতে দেওয়া যায় না। তাই রাজ্যের সিদ্ধান্তে আদালত নাক গলাবে না। টাকা ঠিকমতো খরচ হচ্ছে কি না, সেটা পরে বিবেচনা করে দেখা হবে। আপাতত মামলায় কোনও হস্তক্ষেপ নয়। হাইকোর্টের মতে, আইনসভার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। পাশাপাশি হাইকোর্ট আরও বলে, আইনসভার সিদ্ধান্তে নাক গলানোর অধিকার জনগণের নেই। প্রসঙ্গত, জনগণের টাকা নিয়ে নয়ছয় করা হচ্ছে মামলাকারীর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ খুব সুনির্দিষ্ট। শুনানির সময় বারবারই মামলাকারীর তরফে অভিযোগ করা হয়, জনগণের টাকা নিয়ে 'নয়ছয়' করা হচ্ছে। আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য যুক্তি দেন, 'পুজোর জন্য এই বরাদ্দ অসাংবিধানিক। কারণ, আদালত ইমাম ভাতাও অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে'। যার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের টাকা ঠিক কী খাতে ব্যবহার করা হচ্ছে? গাইডলাইন ছাড়াই কি প্রত্যেক পূজো কমিটি টাকা পাচ্ছে? চেক ভালভ কি কিছু আছে? কোন মাপকাঠিতে ২৮ হাজার পুজো কমিটিকে আর্থিক অনুদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? রাজ্যের কাছে এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চান বিচারপতিরা। উল্লেখ্য, বিচারপতিদের প্রশ্নের উত্তরে শুনানির প্রথমদিনই সরকারি কৌঁসুলি জানিয়েছিলেন, ক্লাবকে দেওয়া এই টাকা 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভে'র জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারি আইনজীবী অর্ক কুমার নাগ বলেন, 'প্রাথমিকভাবে বাজেট বা অর্থনৈতিক কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় আইনসভা। তাদের উপরই কোর্ট এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি ছেড়েছে'। রাজ্যের তরফে আডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের পাশাপাশি প্রবীণ আইনজীবী শক্তিনাথ মুখার্জিও সওয়াল করেন। তিনি এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, 'সরকার টাকা কীভাবে খরচ করবে তা একান্তই সরকারের সিদ্ধান্ত। এব্যাপারে যদি কোনও ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তা দেখার জন্য সরকারের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি আছে। এক্ষেত্রে আইনসভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোর্ট এখানে কিছু করতে পারে না। তবে, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিও যদি ফেল করে, সেক্ষেত্রে কোর্টের দরকার হতে পারে। প্রবীণ এই আইনজীবী গতকাল মন্তব্য করেন, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত'। গত ১১ সেপ্টেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন ক্লাবগুলিকে ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। তারপর ২৪ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়। পাশাপাশি তিনি আরও ঘোষণা করেন, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য যাতে কোনও টাকা না নেওয়া হয় সে ব্যাপারে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাগুলির সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। তাছাড়া পুজোর জন্য কোনও লাইসেন্স ফি দিতে হবে না বলেও জানান তিনি। এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী দ্যুতিমান ব্যানার্জি ও আরও এক আইনজীবী জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। তাঁদের দাবি ছিল, রাজ্য সরকার কোনও একটি ধর্মের উৎসবে এভাবে টাকা দিতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী। এরপর গত ৫ অক্টোবর এই মামলার শুনানিতে কীসের ভিত্তিতে এই অনুদান দেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের কাছে তা জানতে চায় হাইকোর্ট। তাছাড়া, এর কোনও গাইডলাইন সরকার তৈরি করেছে কি না তাও জানতে চাওয়া হয়। হাইকোর্টের বক্তব্য ছিল, সাধারণ মানুষের টাকা একবার সরকারি কোষাগার থেকে বেরিয়ে গেলে তা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। এরপর গতকাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের ২৮ হাজার পুজো কমিটিকে ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ অনুদান বিলিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দেয়। স্থির হয়, ৯ অক্টোবর মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তার আগে কোনও ক্লাবকে অনুদান দেওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিষ করগুপ্ত। মঙ্গলবার শুনানির পর সেই স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত করে হাইকোর্ট। শেষ পর্যন্ত বুধবার এদিন জনস্বার্থ মামলাটি খারিজের সিদ্ধান্ত নেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

বিভাসের পরিবারকে ২ লাখ টাকা দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ নাগেরবাজারের বোমা বিস্ফোরণে নিহত বিভাসের পরিবারকে ২ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে বিভাসের বাবাকে কাজের বন্দোবস্ত করে দেবেন বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে দেখা করতে যান বিভাসের বাবা জন্মেজয় ঘোষ। তাঁর দাবি, সেখানে তাঁকে আর্থিক সাহায্য ও কাজের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। দমদমে কাজিপাড়ায় ২ অক্টোবর সকালে বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে জখম হয় বিভাস ঘোষ (৭)। বিস্ফোরণের পর তাকে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে তাকে পার্ক সার্কাসের বেসরকারি হাসপাতাল এবং তার পরে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হয় বিভাসের। জন্মেজয় ঘোষ বিভাসের মৃত্যুতে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, 'তাঁরা গরিব বলেই কী স্থানীয় ওই বেসরকারি হাসপাতালে বিভাসের চিকিৎসা হয়নি'? জন্মেজয় ঘোষ বলেন, 'আর্থিক সহায়তা আমি চাইনি। তবে, কাজের জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম। কাজের ব্যবস্থা হলে, আমাদের পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরবে'। এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত আকারে পৌঁছে দেন শাসকদলের এক নেতা। জন্মেজয় ঘোষ জানান, কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গেলে তাঁদের আর্থিক অবস্থার কথা শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বড় ছেলের বিষয়েও খোঁজখবর নেন। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ২ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে আশ্বাস দেন। ওই নেতার মাধ্যমে তাঁর কাছে এই ২ লাখ টাকা পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন জন্মেজয় ঘোষ। তাঁর দাবি, 'আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা আমি বলিনি। আমার কাজের জন্য বলেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী ২ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আমার কাজের বিষয়টি তিনি দেখছেন বলে জানিয়েছেন'।

ঢাকুরিয়া স্কুলের ঘটনায় দুটো পৃথক মামলা দায়ের পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ সমগ্র পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাই বাধ্য হয়েই পুলিশকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে বলে বুধবার জানান, কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। ঢাকুরিয়ার বিনোদিনী গার্লস স্কুলে, গতকাল পুলিশের উপর জনগনের চড়াও হওয়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই দুটি পৃথক মামলা দায়ের হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে, অন্যটি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। মামলা দায়েরের পাশাপাশি তদন্তও শুরু হয়েছে বলে জানান কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। আজ বুধবার, সুপ্রতিম সরকার বলেন, 'এই ঘটনায় আটজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। আমরা দুটি পৃথক মামলা দায়ের করে চারজনকে গ্রেপ্তারও করেছি। বিক্ষোভকারীরা স্কুলে ভাঙচুর চালাচ্ছিল। গতকাল ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশকর্মীরা এপ্রসঙ্গে বলেন, 'আশপাশ থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। এর জেরে আটজন পুলিশকর্মী আহত হন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্র সরোবর ও গড়িয়াহাট থানার ওসি। তাঁদের পাশাপাশি আহত হয়েছেন এক মহিলা পুলিশকর্মীও'। যদিও পুলিশের লাঠির ঘায়ে জখম মহিলার অভিযোগ, 'পুলিশ বিনা প্ররোচনায় লাঠি চালিয়েছে। অভিভাবকদের বিক্ষোভকে দমানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, এভাবে প্রতিবাদ থামানো যাবে না। আমাদের শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়? আমরা অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি দাবি করছি'। গতকাল ঘটনাস্থলে আহত হন আরও বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশের ডিসি (ইএসডি) কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। দাবি করতে থাকেন, স্কুলে পুরুষ রাখা চলবে না। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শেষপর্যন্ত আরপিএফ নামানো হয় বলে জানায় পুলিশ।

'রাফাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিতে হবে'

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবরঃ রাফাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মুখবন্ধ খামে কেন্দ্রকে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে বিমানের প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি এবং দাম সংক্রান্ত কোনও তথ্য আদালতকে না দিলেও চলবে। বুধবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি এস কে কাউল এবং বিচারপতি কে এম জোসেফ ডিভিশন বেঞ্চ চুক্তিতে দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ করেননি। এদিন কেন্দ্রের তরফ থেকে আদালতকে জানানো হয় যে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এই পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপাল আদালতকে বলেন, বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। তাই বিচারব্যবস্থায় এটি নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। উল্লেখনীয় রাফাল চুক্তি সংক্রান্ত দুইটি পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়। আগামী ২৯শে অক্টোবরের মধ্যে রাফাল সংক্রান্ত যাবতীয় নথি মুখবন্ধ খামে করে আদালতে জমা দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাফাল মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৩১ অক্টোবর। রাফাল নিয়ে এখনই কোনও নোটিস সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে দেবে না। রিলায়েন্স এবং ডাসসলটের মধ্যে কি চুক্তি হয়েছে তা জানতে চেয়েছে আদালত। উল্লেখনীয় ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে ৩৬টি রাফাল বিমান সংক্রান্ত চুক্তি হয়। তা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে কংগ্রেস। অন্যদিকে বিজেপির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় এই চুক্তিতে কোনও রকম দুর্নীতি হয়নি।

জঙ্গিযোগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ৪ পড়ুয়াকে গ্রেফতার করল পুলিস

জলন্ধর, ১০ অক্টোবরঃ যৌথ অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগে ৪ পড়ুয়াকে গ্রেফতার করল জম্মু-কাশ্মীর ও পঞ্জাব পুলিস।

পঞ্জাবের জলন্ধর থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিস সূত্রের খবর, জঙ্গি সংগঠন আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ ও জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ রয়েছে ধৃতদের। তাদের নাম জাহিদ গুলজার, মহম্মদ ইদ্রিশ শাহ, নাদিম ও ইউসুফ রফিক ভাট। ধৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে পুলিস। মডিউলের মাথাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার জেরা চলছে। মাইক্রোব্লগিং সাইট জম্মু-কাশ্মীর পুলিসের টুইটার হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ ও জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে জড়িত থাকা সন্দেহে চার ছাত্রকে জলন্ধর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পঞ্জাব পুলিসের ডাইরেক্টর জেনারেল সুরেশ আরোরা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, জলন্ধরে সিটি ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারি থেকে সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার ভোরে জলন্ধরে সিটি ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অভিযান চালায় পুলিস। ৯০ জনের একটি পুলিস দল কলেজে তল্লাসি চালায়।

মেট্রো নিগ্রহে ধৃতদের ১০ মিনিটেই জামিন !

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ চলন্ত মেট্রোয় মঙ্গলবার বিকেলে কোন্নগরের যুবতীকে নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল ১০ জন যুবককে। সকলেরই বয়স ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। নিগৃহীতার অভিযোগ অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৩৫৪(এ), ৩৫৪(ডি), ৫০৯ এবং ৩৪ ধারায় তাদের অভিযুক্ত করা হয়। সোজা কথায়, শ্লীলতাহানি এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ। এর মধ্যে জামিন অযোগ্য ধারাও রয়েছে। বুধবার ওই দশ যুবককেই আলিপুর আদালতে হাজির করা হয়। মামলার শুনানি শুরু হয় বিকেল পৌনে চারটে নাগাদ, অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট অভিজিৎ ঘোষের এজলাসে। মামলার ডাক পড়তেই অভিযুক্তদের কৌঁসুলি হিসাবে উঠে দাঁড়ান আলিপুর পুলিশ কোর্টের পরিচিত আইনজীবী শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন তাপস দে চৌধুরি বা প্রিয়াঙ্কা দাসের মতো অন্তত দশ জন আইনজীবী। মক্কেলদের হয়ে সওয়াল করতে নেমে প্রথমেই তাঁদের বক্তব্য, 'সাহেব, আসামিদের এক জন আমাদের এই আলিপুর আদালতেরই এক আইনজীবীর ভাইপো। একই কথা সমস্বরে বলে ওঠেন তাঁর সঙ্গে থাকা বাকি আইনজীবীরাও। তার পর শঙ্করবাবু বলেন, আদতে সে রকম কিছুই হয় নি। ওরা সকলেই পুজোর কেনাকাটা করে মেট্রোতে উঠেছিল। ট্রেনে ভিড় ছিল। তাতে সামান্য ধাক্কাধাক্কি হয়ে থাকতে পারে। তার জেরেই ওই মহিলার সঙ্গে বচসা। তাঁর সঙ্গী আইনজীবীরাও বলেন, বচসার জেরে ওই মহিলা এক জনকে চড় মারেন। তাই ওরা টালিগঞ্জ মেট্রোতে সবাই মিলে নেমেছিল মহিলার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানাতে। তাঁরা সব অভিযুক্তেরই জামিনের আর্জি জানান। যদিও হিন্দিতে লেখা ওই নিগৃহীতার অভিযোগে পরিষ্কার লেখা ছিল, টালিগঞ্জে নামার সময় তাঁর ব্যাগ টেনে ধরেন অভিযুক্তদের এক জন। তিনি নামার পরেই তাঁকে সবাই ঘিরে ধরে শাসাতে থাকে, কেন তিনি ওদের এক জনকে চড় মেরেছেন। বিচারক অভিযুক্তদের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর সরকারি আইনজীবী রাধানাথ রণকে জামিনের বিরোধিতা করে কোনও সওয়াল করতে দেখা যায়নি। বড় জোর মিনিট পাঁচেকের সওয়ালের পরই ম্যাজিস্ট্রেট দশ জনকেই ১০০০ টাকা বন্ডে জামিনের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে উল্লেখ করেন, জামিনের পর অভিযুক্তরা যেন তদন্তকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ধৃত যুবকদের সকলেরই বাড়ি বারুইপুরের ভট্টাচার্যপাড়া এবং নন্দীপাড়াতে। এদেরই এক জন অপূর্ব চক্রবর্তী। বছর চব্বিশের ওই যুবক ভূগোলে স্নাতোকত্তোর পাঠ শেষ করেছেন। তাঁরই কাকা স্বপন চক্রবর্তী আলিপুর আদালতের পরিচিত আইনজীবী। তিনি নিজেও এ দিন ছিলেন। স্বপনবাবু বলেন, এরা সকলেই ভাল ছেলে। ভিড় মেট্রোতে একটা বচসা হয়ে গিয়েছিল। যদিও, জামিনের খবর পেয়ে নিগৃহিতা বলেন, জামিন পেয়ে গেল! হতাশ লাগছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। এমন কাজ করেও যদি এক দিনে জামিন পেয়ে যায়, তা হলে ওরা তো আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। আমি কাল ফের রিজেন্ট পার্ক থানায় যাব।

উত্তর প্রদেশে লাইনচ্যুত নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনসহ ৯ কামরা, মৃত ৬

রায়বরেলি (উত্তর প্রদেশ), ১০ অক্টোবরঃ পুনরায় লাইনচ্যুত হল ভারতীয় রেল। বুধবার সকাল ৬.০৫ মিনিট নাগাদ উত্তর প্রদেশের রায়বরেলিতে বেলাইন হয়ে গেল মালদহ টাউননিউ দিল্লি নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনের (১৪০০৩) ইঞ্জিনসহ ৯টি কামরা। রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এছাড়াও অন্ততপক্ষে ২১ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। উত্তর রেলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) সতীশ কুমার জানিয়েছেন, বুধবার সকল ৬.০৫ মিনিট নাগাদ হরচন্দপুর রেল স্টেশন থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরে বেলাইনে হয়ে যায় নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনসহ ৯টি কামরা। ট্রেন থেকে সমস্ত যাত্রীদের নামিয়ে ট্রেন ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন ডিআরএম। রেল দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আপাতত উদ্ধারকাজ চলছে। লখনউ এবং বারাণসী থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। উত্তরপ্রদেশের এডিজি (ল অ্যান্ড অর্ডার) আনন্দ কুমার জানিয়েছেন, ট্রেন দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ২১ জন আহত হয়েছেন। লাইনচ্যুত বগিগুলোর মধ্যে অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে ড্রোন ও লং রেঞ্জ ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এডিজি (ল অ্যান্ড অর্ডার) আনন্দ কুমার। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, দুর্ঘটনাস্থলে উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, রেলওয়ে

বোর্ডের চেয়ারম্যান অশ্বিনী লোহানিসহ রেলের পদস্থ কর্তারা। দুর্ঘটনার কারণে মাঝ পথে দাঁড়িয়ে পড়েছে বেশ কয়েকটি আপ ও ডাউন ট্রেন। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পিছনে নাশকতা রয়েছে কিনা জানতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে উত্তরপ্রদেশ এটিএস। বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়েছে ১৮টি ট্রেন। ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ার খবর পেয়েই এমারজেন্সি হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন স্টেশনে (মুঘলসরাই)-এর নম্বরগুলি হল বি এস এন এল - ০৫৪১২ - ২৫৪১৪৫, রেলওয়ে-০২৭৭৩৬৭৭। পটনা স্টেশনে এমারজেন্সি হেল্পলাইন নম্বর হল ০৬১২-২২০২২৯০, ০৬১২-২২০২২৯১, ০৬১২-২২০২২৯২, মালদহের হেল্পলাইন নম্বর ০৩৫১২২৬৬০০/২৬৯০৫৫।

ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনের (১৪০০৩) ইঞ্জিনসহ ৯টি কামরা বেলাইন হয়ে যাওয়া এবং ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'রেল দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা।' পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় ব্যথিত রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও। মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা, গুরুতর আহদের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং সামান্য আহতদের ৫০,০০০ হাজার টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী। ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। পাশাপাশি ডিএম, এসপি এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকদের উদ্ধারকাজসহ অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশ প্রশাসন সূত্রের খবর, রেল দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।